Islami Ain O Bichar
Vol. 16, Issue: 64
October-December 2020

গ্রামীণ উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সুদ : ইসলামের আলোকে একটি সমীক্ষা

Interest as Obstacle to the Rural Development An Survey in the Light of Islam

Mohammad Shahidullah Kaiser*

ABSTRACT

In terms of ideology and principles, Iqtisad is completely different from the capitalistic economy. Interest is a destructive one-way process of money navigation. Modern capitalist economists firmly believe that interest is essential for the enforcement of economic prosperity. But research of the Islamically imbibed Muslim economists has shown that interest is in no way essential for economic management. Wealth grows in an economy through this, cannot be beneficial for human society at all. No matter how much more it generates. In the present article, the descriptive approach has been adopted through which the obstacles of interest to the rural development have become evident. The points that have been proved from the essay are that interest destroys the rural economy; it hinders the rural development; it makes the poor poorer; the backbone of rural economy is fractured because of the interest. It further proves that the interest is a sharpened weapon of exploitation and an insurmountable obstacle to the alleviation of poverty and economic progress for all people, especially those living in rural societies.

Keywords: Rural Development; Interest/Riba; Poverty Alleviation; Wealth Distribution and Shariah Law

সারসংক্ষেপ

আদর্শ ও মূলনীতির দিক দিয়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। সুদ হচ্ছে একমুখী অর্থ প্রবাহের এক ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বার্থে সুদ অপরিহার্য। কিন্তু মুসলিম অর্থনীতিবিদদের গবেষণায় প্রমাণিত যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সুদ মোটেও অপরিহার্য নয়। এর মাধ্যমে অর্থব্যবস্থায় সম্পদের যতই প্রবৃদ্ধি ঘটুক, সার্বিকভাবে তা মানব সমাজের জন্য মোটেই কল্যাণকর হতে পারে না। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটিতে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে গ্রামীণ উন্নয়নে সুদের যেসমস্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধটি থেকে যেসব বিষয় প্রমাণিত হয়েছে তা হলো, সুদ কিভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেয়, কিভাবে গ্রামীণ উন্নয়নকে ব্যাহত করে, কিভাবে দরিদ্র শ্রেণী আরো দরিদ্রতার কবলে পতিত হয়, কিভাবে সুদের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায় ইত্যাদি। এ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, এটি শোষণের শাণিত হাতিয়ার এবং সমস্ত মানুষ বিশেষত গ্রামীণ সমাজে বসবাসকারী মানুষের দারিদ্র্যমুক্তি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভের পথে ধ্বংসাত্মক প্রতিবন্ধক।

মূলশব্দ: গ্রামীণ উন্নয়ন; রিবা; দারিদ্র্য বিমোচন; সম্পদ বণ্টন ও শরীআহ আইন।

* Mohammad Shahidullah Kaiser is a Lecturer, Department of Economics Atharobari Degree College, Ishwargonj, Mymensingh. email: shahidullahkaiser78@gmail.com

১. ভূমিকা

ইসলাম মানব জাতির জন্য প্রদত্ত চিরন্তন কল্যাণকর পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, কর্ম, আচরণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মূল্যবোধ তথা সমগ্র জীবনধারার সঙ্গে সমন্বিত ও সম্পৃক্ত রেখে আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা ইসলামী জীবনধারার বৈশিষ্ট্য। মানবজীবনে অর্থের প্রয়োজনীয়তা বিপুল। অর্থ ছাড়া জীবন-ধারণ কঠিন। তাই বলে ইসলাম মানুষকে অর্থ উপার্জনের অবাধ সুযোগ দেয় না। সম্পদ উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধতা-অবৈধতার বিধান দিয়ে সমাজ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর প্রবণতা ও কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসলাম। এর মধ্যে সুদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা সবচেয়ে বেশি কঠোর। কিন্তু পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল চালিকা হচ্ছে সুদ। সুদের ক্ষতিকর প্রভাব আজ সারা বিশ্বের অর্থনীতিকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরেছে। পুঁজিবাদ[১] ও সমাজতন্ত্রের[২] ধারকগণ তাদেরই স্বার্থে সুদকে ব্যবহার করে শোষণ ও বঞ্চনার

১. পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র (Capitalism) বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বোঝায় যেখানে বাজার অর্থনীতিতে মুনাফা তৈরির লক্ষ্যে বাণিজ্য, কারখানা এবং উৎপাদনের হাতিয়ারসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার নিয়ন্ত্রণ থাকে। পুঁজির সঞ্চয়ন, প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার এবং শ্রমিকের মজুরি পুঁজিবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদ এমন সমাজ-সংগঠন যাতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে কেনাবেচার সম্পর্ক। এখানে পরিবার ও রাষ্ট্র থাকে। তবে পরিবার ক্রমাগত ক্ষুদ্র নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে এবং নিছক বাণিজ্যিক বোঝাপড়ার জায়গায় গিয়ে ঠেকে। রাষ্ট্র এখানে জবরদস্তির হাতিয়ারগুলো ধরে রাখে। তবে ক্রমেই সে বাণিজ্যিক স্বার্থের খপ্পরে পড়ে, তার কার্যক্রম সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে সেবা কেনাবেচার দালালিতে গিয়ে ঠেকে। পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের বিপরীত একটি অর্থব্যবস্থা। (উইকিপিডিয়া, পুঁজিবাদ)

২. সমাজতন্ত্র বা সমাজবাদ (Socialism) একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনের হাতিয়ারসমূহের সামাজিক মালিকানা এবং অর্থনীতির একটি সমবায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা। একই সঙ্গে এটি একটি রাজনৈতিক মতবাদ ও আন্দোলন যার লক্ষ্য হচ্ছে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এটি এমন এক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সম্পদ ও অর্থের মালিকানা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিমালিকানা থাকে না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রয়োজন অনুসারে পণ্য উৎপাদন হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে একটি দেশের কলকারখানা, খনি, জমি ইত্যাদি সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। (উইকিপিডিয়া, সমাজতন্ত্র)

মাধ্যমে সম্পদ কুক্ষিগত করছে। আর এ সম্পদ কতিপয় লোকের মাঝেই পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হচ্ছে। যার ফলে দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হচ্ছে, মধ্যবিত্তরা নিজেদের সম্পদ হারিয়ে দরিদ্রতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ সুদি ব্যবস্থার শোষণ ও বঞ্চনার কবল থেকে মুক্তির জন্য সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। আর এ সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা কেবল ইসলামেই রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে গ্রামীণ উন্নয়নে সুদের প্রতিবন্ধকতাসমূহকে ইসলামের আলোকে মূল্যায়িত করা হয়েছে।

২. গ্রামীণ সমাজ

গ্রামীণ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Rural', যা ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো গ্রাম বা শহর অঞ্চল থেকে দূরবর্তী এলাকা 'Village' (Hossain and Others 2017, 355)। সমাজের আরবি প্রতি শব্দ হলো المجتمع। (আল-মুজতামা) (Zaydān 2002, 96) এবং এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Society। (Imam 1996, 52) মূলত Society শব্দটি ইংরেজি Sociology শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ল্যাটিন শব্দ Socious এবং গ্রীক logoy শব্দ বা logia এর সমন্বিত শব্দ। ল্যাটিন Socious শব্দে অর্থ (companions) সঙ্গী-সহযোগী সমাজ (Asadujjaman 2002, 10)।

সুতরাং গ্রামীণ সমাজ হলো শহরের যান্ত্রিক সভ্যতা থেকে দূরের একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ; যেখানে রয়েছে চারদিকে আবাদযোগ্য জমি, বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ, স্বল্প ঘনত্বের কৃষিনির্ভর জনবসতি, মোটামুটি দূরত্ব বজায় রেখে একটার পর একটা বাড়ি (Home Stead), প্রতিটি বাড়িতে বাস এক বা অনেকগুলো পরিবার (House hold)। অন্য গ্রাম থেকে সনাক্তকরণের জন্য প্রতিটি গ্রামেরই রয়েছে নিজস্ব নাম ও সুনির্দিষ্ট পরিসীমা। গ্রামের জনসমষ্টির মধ্যে সম্প্রদায়ের মতো স্বতন্ত্র মূল্যবোধ, গ্রামীণ চেতনা, নিজস্বতা, পৃথক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। গ্রামের আদিবাসীদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত সমাজই গ্রামীণ সমাজ বলে বিবেচিত।

৩. উন্নয়ন

উন্নয়ন বলতে কোন কিছুর ইতিবাচক বিকাশ বা বিস্তারকে বোঝায় (Selim 2009, 154)। নিচে প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে আমরা উন্নয়ন সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারি।

C Alexander উন্নয়নের সংজ্ঞায় বলেন, Development is fundamentally a process of change that involves the whole society-its economic, socio-cultural, political and physical structure as well as the value system and way of life of the people (Alexander 1993, 257).

সুতরাং উন্নয়ন হলো, পরিবর্তনের এমন একটি প্রক্রিয়া যার সঙ্গে গোটা সমাজ সম্পৃক্ত। তাই উন্নয়ন বলতে মানুষের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অবকাঠামো, মূল্যবোধ, ব্যবস্থা, জীবনধারা প্রভৃতি সার্বিক দিকের পরিবর্তনকে বোঝায়।

বিশ্বব্যাংক উন্নয়নের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হলো 'উন্নয়নের স্বার্থে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি।' অবশ্য তার সঙ্গে যে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে যে, বর্ধিত উৎপাদিত বস্তু গণ-দারিদ্র্য মোচনে প্রয়োগ করা। আর মানুষের জীবনের সবরকমের প্রয়োজন ও কর্মকাণ্ড উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত (Rahman 1990, 40)।

'উন্নয়ন' শব্দের অর্থ হলো উন্নতি হতে যাচ্ছে এমন অর্থাৎ উন্নয়ন হলো পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া, যা বস্তুগত ও মানসিক উভয় ব্যাপার। কোনো সমাজ বা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক, চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ইত্যাদির পরিবর্তন (উন্নতি) হওয়াই হলো উন্নয়ন। এসব বিষয়ের সুসংগঠিত কাঠামো গঠনপূর্বক উৎপাদনমুখী প্রযুক্তি ব্যবহার, শ্রম, মেধা ও পুঁজির সঠিক প্রয়োগসংবলিত ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত সুফল সমাজ বা দেশের জনগণের চিন্তাচেতনায় যৌক্তিকভাবে নিবেদন করলে জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক যে উন্নতি সাধন হয় তাই হলো উন্নয়ন। এ উন্নয়ন প্রত্যয়টি শুধু Economic নয়, বরং Human problem-ও বটে। উন্নয়নের সঙ্গে যেমন সমাজ ও মানুষ জড়িত, তেমনি Non-economic Factor-ও সম্পৃক্ত। অর্থাৎ উন্নয়ন শুধু পরিমাণগত, পরিমাপগত ও সাংখ্যিক উন্নতি নয় বরং Values, Tradition, Arts, Problem এবং Culture ইত্যাদি বিষয়ও উন্নয়ন প্রত্যয়টির সঙ্গে সম্পৃক্ত। অতএব আমরা বলতে পারি, উন্নয়ন হলো কোন সমাজ বা দেশের নাগরিকদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সামগ্রিক বিষয়ের উন্নতি সাধন, যেখানে সব বিষয় সমান গুরুত্ব পায়। উন্নয়নের মূল বিষয় হলো 'সমাজে এমন পরিবর্তন সাধিত হবে যাতে জনগণ ক্রমান্বয়ে ব্যাপক পরিধিতে সুযোগ-সুবিধা এবং পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতা পাবে ও স্বনির্ভর হবে (Sangram, Aug. 24, 2014)।

৪. গ্রামীণ উন্নয়ন

'গ্রামীণ উন্নয়ন' শব্দটি আপেক্ষিকভাবে ব্যবহৃত হয়। কোন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবকাঠামোর উপর গ্রামীণ উন্নয়নের ব্যাপ্তি নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে, গ্রামীণ এলাকায় বসবাসরত মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে গ্রামীণ উন্নয়নের মূলমন্ত্র নিহিত রয়েছে। গ্রামীণ এলাকার কোন একটি দিকের উন্নয়ন হলে গ্রামীণ উন্নয়ন হয় না, একই সঙ্গে বা স্বল্প ব্যবধানে, কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন ও উন্নয়ন, রাস্তাগুলোর উন্নয়ন, কৃষিজাত দ্রব্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় উন্নয়ন, মধ্যস্বত্বভোগী ফরিয়াদের কবল থেকে ফসল উৎপাদনকারী কৃষকদের রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামের মানুষদের জীবনযাত্রার মান আগের চেয়ে উন্নত করাই হবে গ্রামীণ উন্নয়ন। এক কথায় বলা যায়, গ্রামীণ উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা গ্রামের মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ধারা গতিশীল ও উন্নয়নমুখী করে তোলে (Rawf 2018-19, 2)।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, উন্নয়নবিদ ও গবেষক গ্রামীণ উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তবে তাদের সংজ্ঞার মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। যেমন- অনেকে গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে পল্লীবাসীর সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধের পরিবর্তে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে বুঝিয়েছেন। গ্রামের মানুষ যদি আধুনিক প্রযুক্তি ও জীবনব্যবস্থার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে, তাদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, অনেকগুলো কর্মসূচির সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যম গ্রামের কৃষি ও অকৃষি কাজের যে উন্নয়ন, তাকেই অনেকে গ্রামীণ উন্নয়ন বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রামীণ উন্নয়ন মূলত কৃষি ও অকৃষি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামের জনগণকে স্বাবলম্বী করে তোলে (Bormon 2015, 527)।

মু. আবদুল হামিদ বলেছেন, 'গ্রামীণ উন্নয়ন এমনই একটি ধীমান মানুষ চালিত প্রক্রিয়া, যা পল্লীর সর্বস্তরের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চিয়তা প্রদান করে এবং সার্বিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে (Hamid 1988, 01)।'

হাসানাত আবদুল হাই গ্রামীণ উন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'গ্রামীণ উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পল্লীবাসীর পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং নিয়ন্ত্রণের এ দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সুফল লাভ নিশ্চিত করা যায় (Rawf 2018, 02)।'

উপরে বর্ণিত সংজ্ঞাগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, গ্রামীণ উন্নয়নকে কোন একক ও নির্দিষ্ট অর্থে সংজ্ঞায়িত করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের জাতীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে গ্রামের সার্বিক পশ্চাদপসারতা দূর করার উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করাই হচ্ছে গ্রামীণ উন্নয়ন।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, পল্লীর সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নই হচ্ছে গ্রামীণ উন্নয়ন। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া, একটি দীর্ঘ প্রচেষ্টা এবং অনেকগুলো কর্মসূচি সমন্বিত বাস্তবায়নের ফলশ্রুতি। গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে পল্লীর উৎপাদন, আয়, বণ্টন, ভোগ, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রভৃতির গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। তাই গ্রামীণ জনগণের, বিশেষ করে দরিদ্রদের জীবনযাত্রার সন্তোষজনক মানোন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার নামই গ্রামীণ উন্নয়ন।

৫. গ্রামীণ উন্নয়নের উপাদান

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর জন্য গ্রামীণ উন্নয়নের অনেকগুলো উপাদান রয়েছে। তবে যে উপাদানগুলোর মাধ্যমে খুব সহজে উন্নয়ন সম্ভব তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

৫.১. কৃষি ও ভূমি উন্নয়ন : উন্নয়নশীল সমাজের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে কৃষি। কৃষির মাধ্যমে একটি গ্রামীণ সমাজকে খুব সহজে উন্নতির শিখরে তুলে

আনা সম্ভব। কৃষির ক্ষেত্রে শুধু আধুনিক প্রযুক্তি ও পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে একটি গ্রামীণ সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে। যেহেতু গ্রামে তুলনামূলক অধিক পরিমাণ আবাদি জমি পাওয়া যায় সেহেতু এর মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজ উন্নত করা সম্ভব। ভূমি উন্নয়নের মাধ্যমেও একটি গ্রামীণ সমাজ খুব সহজে এবং কম সময়ের মধ্যেই উন্নতি লাভ করতে পারে। ভূমি উন্নয়ন হলো, ভূমিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে উন্নতি লাভ।

৫.২. গ্রামীণ পরিকল্পনা : দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি গ্রামীণ পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব। তবে ঐ পরিকল্পনার বিষয়টি সাধারণ জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে উন্নতি লাভ করা সম্ভব। "Below Porerty level equilibrium trap" এর মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যক।

৫. ৩. জনসংখ্যা : অন্যান্য সকল উপাদানের মধ্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো জনসংখ্যা। কারণ গ্রামীণ সমাজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেমন বেশি ঠিক তেমনি তাদের কর্মসংস্থান ও মেধার যথাযথ ব্যবহার না হওয়ার ফলে এটি আরও কঠিন আকার ধারণ করেছে। এ সমস্ত জনসাধারণকে যথাযথ জ্ঞানদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন অপরিহার্য।

৫.৪. শিক্ষা : শিক্ষা গ্রামীণ উন্নয়নের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অন্যান্য কোনো উপাদানই যথাযথ কার্য সমাধান সম্ভব নয় শিক্ষা ছাড়া। একটি উন্নত নীতি প্রণয়ন ও ব্যস্তবায়নের জন্য অবশ্যই শিক্ষিত জনবল প্রয়োজন। শিক্ষা একটি সমাজকে দক্ষ ও যোগ্য সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

৫.৫. সহায়তামূলক : সহায়তা ব্যবস্থাটি একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে দেখা দিতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে গ্রামের গরিব কৃষকদের সহায়তা করা হয়, তাহলে গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে (Hossain & Others 2017, 355-356)।

৬. রিবা বা সুদ

সুদ এর আরবি শব্দ হলো الربا এবং ইংরেজি হলো (Interest or Usury)। পবিত্র কুরআনে দু'ভাবে এর প্রয়োগ পাওয়া যায় (Al-Rāzī 1420H, 351)। (ক) الربا (Al-Qurān, 30:39) এবং (খ) الربوا (Al-Qurān, 2:275)। এর আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি,[৩] বেশি হওয়া,[৪] মূল থেকে বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি (IFA 1982, 393)। আল-মু'জামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন,

فضل خَال عَن عوض شَرط لأحد الْمُتَعَاقدين.

---

৩. মহান আল্লাহ বলেন, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ অর্থাৎ, অতঃপর যখনই আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (Al-Qurān, 22 : 05)

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন, أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ অর্থাৎ, একদল অন্য দলের চেয়ে বড় হবে। অর্থাৎ, অধিক সংখ্যক। (Al-Qurān, 16 : 92)

কোনো বিনিময় ছাড়া দু'জনের মধ্যে শর্তসহ অতিরিক্ত কিছু আদান-প্রদান করাকে রিবা বলে (Mustafā 1997, 1/326)।

পারিভাষিক অর্থে রিবা বা সুদ হলো,

الربا هو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.

সুদ হলো সমজাতীয় বা সমশ্রেণির বস্তুর লেনদেনে একটিতে অতিরিক্ত নেওয়া এবং সেই অতিরিক্তের বিনিময়ে কিছু না দেওয়া। (Al-Jazā'irī 1990, 492)।

মুজাহিদ রহ. বলেন, জাহেলী যুগের 'রিবা' ছিল, এক ব্যক্তি অন্যের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাকে বলতো, যদি তুমি আমাকে অমুক দিন থেকে অমুক দিন পর্যন্ত সময় দাও, তাহলে আমি তোমাকে এ পরিমাণ বেশি দেবো (Ibn Jarīr al-Ṭabarī 1401H, 62)।

মুফতী আমিমুল ইহসান রহ. এর মতে,

الربا هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة.

লেনদেনে একপক্ষের জন্য শর্তযুক্ত শরয়ী মানদণ্ড অনুযায়ী বিনিময়হীন অতিরিক্তই হলো সুদ। (Ihsān 1991, 320)।

মুজামু লাগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে রিবার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

الربا هو كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع

শরীআহসম্মত বিনিময় ছাড়াই চুক্তির শর্তানুযায়ী যেসব বর্ধিত মাল গ্রহণ করা হয় তাকে রিবা বলে (Qal'ajī & Qunaibī 1998, 120)।

৭. ইসলামে সুদের হুকুম

আল-কুরআনুল কারীম ও সুন্নতে নববী ﷺ সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে। যার দরুন উলামায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীনও তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন (Jahrah 2008, 15)।

আল-কুরআনে সুদ হারাম হওয়া প্রসংগে অনেকগুলো আয়াত বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ -وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করবে না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও। আর সেই আগুনকেই ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে আল্লাহর করুণা পেতে পারো (Al-Qurān, 03 : 130-132)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মতো দণ্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থা এ জন্য যে, তারা বলে বেচা-কেনা তো সুদের মতো! অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে অবৈধ বা হারাম করেছেন। অতএব যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ আসার পর সে সুদ গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে অতীতে তার সুদ নেয়ার বিষয়টি আল্লাহ বিবেচনা করবেন। কিন্তু যারা পুনরায় সুদ নিতে আরম্ভ করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে (Al-Qurān, 02 : 275)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদ সম্পর্কে বলেন,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

ধ্বংসকারী সাতটি জিনিস থেকে বেঁচে থাক। সাহাবিরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, সেগুলো কী কী? তিনি বললেন, শিরক করা, যাদু করা, অনুমোদিত কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী মুমিন নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া (Al-Bukhārī, 1422H, 2766; Muslim 2003, 272)।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدِ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ .

যখন কোনো জনপদে সুদ ও ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তখন তারা নিজেদের ওপর আল্লাহর আজাব বৈধ করে নেয় (Al-Ḥākim 1990, 2261)।

আব্দুল্লাহ ইবন হানযালাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً.

জেনে বুঝে এক দিরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়া ছত্রিশ বার জেনা বা ব্যভিচার করার চেয়েও বড় অপরাধ (Aḥmad 1999, 21957)।

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, মহান আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং আমাদের এমন সমাজ ধ্বংসকারী মরণব্যাধি থেকে বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেননা, এর সর্বনিম্ন গুনাহ হলো, নিজ মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করা।[৫]

৮. সুদের প্রকারভেদ

আল-কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ বিশ্লেষণপূর্বক ফুকাহাগণ মূলত সুদকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। (ক) রিবা আল-নাসিয়াহ বা মিয়াদি বা মহাজনি সুদ।

---

৫. عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الربا ثلاثة و سبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه و إن أربى الربا عرض الرجل المسلم (Al-Ḥākim 1990, 2259)।

(খ) রিবা আল-ফদল বা বাণিজ্যিক বা নগদ বিনিময় সুদ (Qal'ajī & Qunaibī 1998, 217; Al-Shalabī, 1993, 83)।

১। রিবা আন-নাসিয়া (Delay usury): মুজামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে রিবা আন-নাসিয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

الزيادة المشروطة مقابلة الأجل.

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মেয়াদের বিপরীতে শরীআহসম্মত বিনিময় ছাড়াই যে বর্ধিত মাল প্রদান করা হয়, তাকে রিবা আন-নাসিয়া বলে (Qal'ajī & Qunaibī 1998, 218)।

ইমাম জাস্‌সাস বলেন,

ربا النسيئة هو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض

যে-ঋণে অতিরিক্ত সময় ও ঋণগ্রহীতার ওপর অতিরিক্ত মালের শর্তারোপ করা হয় তাকে রিবা আন-নাসিয়া বলে (Al-Jaṣṣās, 1405H, 557)।

২। রিবা আল-ফাদল (Excess usury) **:** রিবা আল-ফাদল এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

ربا الفضل هو مبادلة صنفين متجانسين مبادلة فورية مع زيادة أحد البدلين على الآخر

একই শ্রেণিভুক্ত দ্রব্য ও মুদ্রার লেনদেন করলে এক পক্ষ চুক্তি মোতাবেক অপর পক্ষকে শরীআহসম্মত বিনিময় ব্যতীত যে বর্ধিত মাল প্রদান করে, তাকে রিবা আল-ফাদল বা ঋণের সুদ বলে (Qal'ajī & Qunaibī 1998, 217; Al-Shalabī, 1993, 83)।

ঋণ-প্রদান ও লাভ গ্রহণে ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউ (এমএফআই) ও সাধারণ মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ ক্ষুদ্রঋণদাতা সংস্থাগুলো সুদ-ভিত্তিক লেনদের করে থাকে এবং তাদের প্রধান টার্গেট নারী। অন্যদিকে ইসলামী ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো ইসলামী শরীআহ অনুযায়ী লেনদেন করে থাকে। নিচে প্রদত্ত চার্টে উভয় ধরনের সংস্থার কার্যক্রম দেখানো হলো: (Abdelkader & Salem 2013, 218-233)।

আইটেম	কনভেনশাল এমএফআই	ইসলামীক এমএফআই
দেনা (ফান্ডের উৎস)	বৈদেশিক বিনিয়োগ, গ্রাহকদের সঞ্চয়	বৈদেশিক বিনিয়োগ, গ্রাহকদের সঞ্চয়, ইসলামীক জনকল্যাণমূলক উৎস
এসেট (অর্থায়ন-পদ্ধতি	সুদ-ভিত্তিক	ইসলামীক অর্থায়ন ব্যবস্থা
তহবিল বদল	প্রদত্ত নগদ অর্থ বা ঋণ	হস্তান্তরকৃত পণ্য
চুক্তির সূচনায় ব্যবকলন	চুক্তির শুরুতে ব্যবকলনকৃত তহবিলের অংশ	সূচনায় কোনো ব্যবকলন নেই
টার্গেট গ্রুপ	নারী	পরিবার
কর্মীদের কর্ম-প্রণোদনা	আর্থিক	আর্থিক ও ধর্মীয়
ঋণ পরিশোধে ব্যত্যয় ঘটলে	চাপ ও হুমকি	গ্রুপ সেন্টার ও ইসলামিক এথিকস
উন্নয়ন প্রকল্প	সামাজিক	ধর্মীয় ও সামাজিক

৯. গ্রামীণ উন্নয়নে সুদের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় গ্রামীণ উন্নয়নে অন্যতম প্রতিবন্ধক হলো সুদ। এতে মানবতা ধ্বংস হয়। বিদায় নেয় মুমিনের পারস্পারিক সহানুভূতি, জন্ম নেয় সীমাহীন অর্থলিপ্সা ও স্বার্থপরতা। সুদি কারবারে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গ্রামীণ উন্নয়ন। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী চরমভাবে দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এ ধরনের সুদি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আল-কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষিত হয়েছে,

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾

মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে-সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে-যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তা-ই বৃদ্ধি পায়, তারাই (যাকাত-সদকা প্রদানকারীরা) সমৃদ্ধিশালী (Al-Qurān, 30 : 39)।

অন্য জায়গা আরও বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছে, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন (Al-Qurān, 2 : 276)।"

ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী বলেন, (সুদি অর্থব্যবস্থা) এ ধরনের ঋণ সুদখোর সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থলিপ্সা, লোভ, স্বার্থপরতা ও সহানুভূতিহীন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয় (Quraishi 1987, 148)।

সুদি পুঁজিপতিরা সুদ ছাড়া ঋণ দিতে সম্মত হয় না। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী জরুরি প্রয়োজনে, বিপদ-আপদ ও দুর্বিপাকের চরম সংকটকালে সুদখোর মহাজনদের কাছ থেকে চড়া ও চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। আর এ সমস্ত ঋণ সাধারণত অনুৎপাদনশীল কাজেই ব্যবহৃত হয়। যার ফলে সুদ গ্রামীণ উন্নয়নের চরমভাবে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কার্ল মার্ক্স যথার্থই বলেছেন, "The borrower has no occasion to borrow as a producer. When he does any borrowing of money he does it for securing personal necesities" (Hossain 1992, 17).

সুদ গ্রামীণ উন্নয়নমূলক অর্থব্যবস্থায় পুঁজিগঠন, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের গতি শ্লথ করে দেয়, অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে এবং চরম অস্থিরতা ও মন্দা সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে ফেলে। এ ব্যাপারে জন লক বলেন, "High interest decays trade. The advantage from interest is greater than the profit trade which makes the rich merchants give over and put out their stock to interest and the lesser merchants break." অর্থাৎ "উচ্চহারে সুদ ব্যবসাকে ধ্বংস করে দেয়। মুনাফার চেয়ে সুদ বেশি সুবিধাজনক। ব্যবসায়ীরা সুদপ্রাপ্তির লোভে ব্যবসা পরিহার করে সুদে অর্থ খাটায়" (Hossain1992, 20)।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচান্তে বলা যায় যে, গ্রামীণ উন্নয়নে সুদি অর্থব্যবস্থা মারাত্মকভাবে প্রতিবন্ধক। এ বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে আরো কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো।

৯.১. গ্রামীণ উন্নয়নে সুদ সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের প্রতিবন্ধক : কোন নির্দিষ্ট আয়ে সুদের হার বাড়লে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাবে। সে অবস্থায় সমাজের জনসাধারণ যদি তাদের পূর্বের ভোগ্য চাহিদা পূরণ করতে চায়, তাহলে তাদের ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। ফলে ভোগ-ব্যয় যে পরিমাণে বাড়বে, বিনিয়োগ-ব্যয় তথা সঞ্চয় সে পরিমাণে কমে যাবে। অপরদিকে ভোক্তা জনগণ যদি পূর্বের বিনিয়োগ-ব্যয় ঠিক রাখতে চায়, তাহলে তাদেরকে পূর্বের তুলনায় কম ভোগ্য পণ্য ক্রয় করতে হবে। ফলে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা ও বিক্রয় হ্রাস পাবে এবং সমপরিমাণ আয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কমে যাবে। তাছাড়া বিনিয়োগকারীগণ বর্ধিত সুদের হারের সঙ্গে তাদের পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার সমতা বিধান করার জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দিতে বাধ্য হবে। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট আয়ে সুদের হার বাড়লে, তা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সঞ্চয়, বিনিয়োগ, এমনকি ভোগ্য ব্যয়কে কমিয়ে দিবে (Keyn's 1978, 63)।

সুতরাং বলা যায়, উচ্চতর সুদের হার প্রকৃত সঞ্চয়কে অবশ্যই কমিয়ে দেবে। এতে পুঁজি গঠন বাধাগ্রস্ত হবে। পুঁজি গঠন না হলে বিনিয়োগ হবে না। আর বিনিয়োগ না হলে উন্নয়ন অবশ্যই বাধাগ্রস্ত হবে।

৯.২. গ্রামীণ উন্নয়নে সুদ বিনিয়োগ কমিয়ে দেয় : সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ হ্রাস পায় এবং সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সুদের হার কমলে মানুষ অধিক ঋণ নেয় এবং বিনিয়োগ করে; কিন্তু সুদের হার বেড়ে গেলে বিনিয়োগকারীগণ ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করাকে কম লাভজনক মনে করে এবং ঋণ কম নেয়। ফলে বিনিয়োগ কমে যায় (Quraishi, 1987, 185)। চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে।

সুদের হার ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা

সুদের হার	বিনিয়োগের একক (প্রতি একক ১০০)	পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা বা সম্ভাব্য আয়	মোট আয়	লাভ একক থেকে প্রাপ্ত (সুদ প্রদানের পর)	মোট মুনাফা
১	২	৩	৪	৫	৬
২০%	১ম একক	৪০.০০	৪০	২০.০০	২০.০০
২০%	২য় একক	৩৫.০০	৭৫	১৫.০০	৩৫.০০
২০%	৩য় একক	২৮.০০	১০৩	০৮.০০	৪৩.০০
২০%	৪র্থ একক	২০.০০	১২৩	০০.০০	৪৩.০০
২০%	৫ম একক	১২.০০	১৩৫	-০৮.০০	৩৫.০০
২০%	৬ষ্ঠ একক	৫.০০	১৩৮	-১৫.০০	২০.০০
২০%	৭ম একক	০০.০০	১৩৮	-২০.০০	০০.০০
২০%	৮ম একক	-৮.০০	১৩০	----	----

(অঙ্কিত ছকে দেখা যাচ্ছে যে, বাজারে সুদের হার ২০% ধরে নিলে একজন উৎপাদনকারী যখন ৪র্থ একক পর্যন্ত বিনিয়োগ করে, তখন সুদের হার পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার সমান হয় এবং এখানে তার মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় সর্বোচ্চ টাকা ৪৩.০০। বিনিয়োগকারী এরপর ৫ম একক বিনিয়োগ করলে তার মোট মুনাফা ৪৩.০০ টাকা থেকে ৩৫.০০ টাকায় নেমে আসে। অতঃপর ৬ষ্ঠ ও ৭ম এককে মোট মুনাফা যথাক্রমে টাকা ২০.০০ এবং টাকা ০০.০০-এ নেমে আসে। সুতরাং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে হলে এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী ৫ম একক পর্যন্ত বিনিয়োগ করবে, তার বেশি করবে না। কিন্তু যদি সুদ না থাকে তাহলে উক্ত বিনিয়োগকারী ৭ম একক পর্যন্ত বিনিয়োগ করবে, কেননা সেক্ষেত্রে ৭ম এককে সে সর্বোচ্চ আয় ১৩৮.০০ টাকা পাবে।)

সুতরাং সুদের হার বিনিয়োগ, উৎপাদন ও পুঁজি গঠনের উপর সীমারেখা টেনে দেয় এবং সমাজ পূর্ণ বিনিয়োগ, পূর্ণ কর্মসংস্থান ও সর্বোচ্চ উৎপাদন স্তরে পৌঁছতে পারে না। তাই সুদ গ্রামীণ উন্নয়নের প্রতিবন্ধক।

৯.৩. সুদ গ্রামীণ উন্নয়নকামী যোগ্য ব্যক্তিদের অলস বানিয়ে দেয় : আর্থিক লেনদেনের সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল ব্যাংকিং ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে সুদি ব্যাংকব্যবস্থা সঞ্চয়কারীদের অলস করে তোলে। কেননা এ ব্যবস্থায় সঞ্চয়কারীদের লভ্যাংশ পাওয়ার ব্যাপারে কোন ধরনের পরিশ্রম করতে হয় না। আমাদের দেশের বিদ্যমান এ ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি সুদি ব্যাংকে ৫০ লাখ টাকা আমানত রাখলে ঘরে বসেই নিশ্চিন্তভাবে মাসে ৫৪,০০০ টাকা আয় করতে পারছে। এমতবস্থায় এদেশের বহু যোগ্যতাসম্পন্ন সঞ্চয়কারীদের অলস ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেয়।

৯.৪. সুদ গ্রামীণ উৎপাদনশীল প্রকল্পে বরাদ্দের প্রতিবন্ধক : গ্রামীণ উন্নয়ন সাধনে ব্যবসায়-বাণিজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আর এ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হলো পুঁজি বা মূলধন। যা দেশের ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহ হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যে পুঁজি পাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত উৎপাদনশীল প্রকল্পই প্রকৃত দাবিদার। কিন্তু বাংলাদেশে বিদ্যমান সুদি ব্যবস্থায় এ দাবি একেবারেই উপেক্ষিত। কেননা এ ব্যবস্থা ঋণ-বরাদ্দের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল প্রকল্প ও কারবারের দক্ষতার চেয়ে সুদসহ আসল ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তার উপরই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যথেষ্ট জামানত দিতে পারলে অদক্ষ এবং অলাভজনক, এমনকি অনুৎপাদনশীল কারবারের জন্য ঋণ-মঞ্জুরী দিতে সুদি ব্যাংকগুলো দ্বিধা করে না। নিম্নের তিনটি ছকে ঋণের প্রস্তাবের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আর তা হলো,

প্রস্তাব নং	টাকার পরিমাণ	উৎপাদনশীলতা %	সিকিওরিটি %
১ম	২ কোটি	১০০%	২৫%
২য়	২ কোটি	৫০%	৭৫%
৩য়	২ কোটি	০% (অনুৎপাদনশীল)	১০০%

(অত্র ছকের প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করলে সুদি ব্যাংক সর্বপ্রথম ৩নং প্রস্তাবটি অনুমোদন করবে; কারণ এ প্রস্তাবটিতে ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা শতকরা ১০০%, যদিও এটি একটি অনুৎপাদনশীল ঋণ। অতঃপর ব্যাংক লক্ষ্য করবে আর কোনো উত্তম প্রস্তাব আছে কিনা, যদি না থাকে ২নং প্রস্তাবটি অনুমোদন করবে; কেননা এতে উৎপাদনশীলতা ৫০% হলেও ঋণ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা ৭৫%। আর ১নং প্রস্তাবটি হয়ত সুদি ব্যাংক মঞ্জুরই করবে না; কারণ এতে নিশ্চয়তা মাত্র ২৫%, যদিও এর উৎপাদনশীলতা ১০০%।)

৯.১. সুদ গ্রামীণ উন্নয়নে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীকে বিনাশ সাধনে বাধ্য করে : পণ্যসামগ্রী উৎপাদন হলো গ্রামীণ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কিন্তু উৎপাদনকারী উচ্চ সুদে ঋণ নেয়ার ফলে পণ্যসামগ্রীর বাজার দাম বৃদ্ধি পায়। যার ফলে ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। কিন্তু মন্দার সময়ে উৎপাদনকারীরা বাজার নষ্ট হওয়ার ভয়ে এবং ভবিষ্যৎ মুনাফা ক্ষতি হওয়ার আশংকায় তাদের গুদামজাত পণ্য কম দামে বাজারে ছাড়তে রাজি হয় না। তাদের পণ্য গুদামে পচে নষ্ট হয় অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়, কিংবা সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হয়; তবু কিছুতেই তারা সে পণ্য অভাবী ও প্রয়োজনশীল মানুষের কাছে কম দামে বিক্রি করে না, দান করা তো দূরের কথা। এ প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে পণ্যসামগ্রী ধ্বংসের ঘটনা বহুবার ঘটেছে। যেমন : সাম্প্রতিককালে পেঁয়াজ নিয়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সংবাদ, যা দেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমগুলো প্রকাশ করে। একাজ যে নিতান্তই অমানবিক ও নিষ্ঠুর তা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষা করার নামে এ হীন কাজটি করা হয় (*Bangla Tribiun*, Oct. 12, 2019)।

৯.৬. সুদ উৎপাদন ব্যয় ও মূল্য বৃদ্ধি করে : সুদি অর্থনীতিতে সুদকে উৎপাদন খরচের সঙ্গে যোগ করা হয়। অতঃপর উদ্যোক্তাগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত মুনাফা ধরে পণ্যের দাম ধার্য করে, ফলে সুদমুক্ত অর্থনীতি অপেক্ষা সুদি অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য সুদের সমপরিমাণে বেশি হয়। এছাড়া সুদি অর্থনীতিতে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়, উৎপাদন সেখানেই থেমে যায়। ফলে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় ও মূল্য বৃদ্ধি হয়।

৯.৭. সুদ ক্রেতাকে অধিক অর্থ ব্যয়ে বাধ্য করে : সুদি অর্থব্যবস্থায় সাধারণত বাজারদর চড়াও হয়। এছাড়া মুদ্রাস্ফীতির কারণেও স্বাভাবিকভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে ক্রেতা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে অধিক অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হন। ফলে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কমে আসে।

৯.৮. সুদ উৎপাদন ও উপাদানসমূহের মাঝে আয়-বণ্টনে বৈষম্য সৃষ্টি করে : সুদের কারণে শ্রমের মূল্য হ্রাস পায়। যার দরুন গ্রামীণ সমাজে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। পুঁজিপতিদের সম্পদ ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে। এর বিরূপ প্রভাবে শ্রমিক তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। সর্বোপরি, সুদ ঋণগ্রহীতার উপর এক নিষ্ঠুর অভিশাপ।

৯.৯. বণ্টনের দৃষ্টিকোণ থেকে সুদের প্রতিবন্ধকতা : সুদের মাধ্যমে পুঁজিপতিরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, এটা সঞ্চয়কারীদের আয় হ্রাস করে, ভোক্তাদের দরিদ্র বানিয়ে দেয়, পুঁজিপতিদের সম্পদকে আরো স্ফীত করে তোলে ও গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের নিঃস্ব করে দেয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সুদ উৎপাদনের উপাদানগুলোর মাঝে অবিচার ও বৈষম্য সৃষ্টি করে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে সম্পদ ছিনিয়ে এনে পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত করে দেয়। এভাবে সমাজে গুটিকয়েক পুঁজিপতির হাতে গোটা সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে পড়ে। অপরদিকে সমাজের সাধারণ মানুষ শোষিত-বঞ্চিত সর্বহারায় পরিণত হয়। এজন্যই সুদকে পুঁজিবাদী শোষণের বড় হাতিয়ার বলা হয়।

৯.১০. গ্রামীণ উন্নয়নে স্থিতিশীলতার উপর সুদের প্রতিবন্ধকতা : স্থিতিশীলতা হচ্ছে উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কিন্তু সুদ অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখে না; বরং অস্থিতিশীল করে তোলে। বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পরিবেশ দারুণভাবে ব্যাহত করে। ফলে অর্থনীতির মারত্মক বিপর্যয় ঘটে। যেমন: সুদ মুদ্রাস্ফীতি বাড়ায়, মুদ্রানীতিকে বিকল করে দেয়, পণ্য বাজারে ফটকা কারবারের জন্ম দেয় ও বিনিময় হারকে অস্থির করে তোলে, শেয়ার বাজারে ফটকা কারবারের সৃষ্টি করে ও মন্দা সৃষ্টি করে।

বস্তুত সুদের হার বাজারে স্থির থাকে না; বরং প্রতি নিয়তই ওঠানামা করে। অর্থনীতি যখনই একটু চাঙ্গা হয় এবং পুঁজির চাহিদা বাড়ে, তখনই সুদের হার বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে যখনই পুঁজির চাহিদা কমে যায় সঙ্গে সঙ্গে সুদের হারও কমে যায়। সুদের হারের এ অস্থিরতার কারণে গোটা অর্থনীতিই অস্থিরতার শিকারে পরিণত হয়। এ অবস্থায় সুদভিত্তিক বিনিয়োগ পণ্য মূল্য এবং মুদ্রা বিনিময় হারে অনিশ্চিয়তা ও অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। এভাবে সুদ অর্থনীতিকে এক মহামন্দার দিকে নিয়ে যায় (Omor Chapra 1989, 02)।

সুদের এ শোষণ ও বৈষম্যের ফলে দেশের ভিতরে পুঁজিপতি ও ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধনী দেশগুলোর বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং কখনো কখনো তা হানাহানি, যুদ্ধ ও ধ্বংস বয়ে আনে। ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, সুদখোরদের অর্থলিপ্সা বিশ্বের বহু সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেছে। জি. ফেরো তাঁর *দি গ্রেটনেস এন্ড ডিক্লাইন অব রোম* গ্রন্থে ব্যাখ্যা করে দেছিয়েছেন যে; সুদখোরদের অশুভ তৎপরতাই রোম সম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছে।

৯.১১. বহুমুখী ঋণের জাল

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কর্তৃক কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার নয়ারহাট এবং খানারচর গ্রামের দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় সমিতি, মহাজনি সংস্থা ও এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণের সম্ভাব্যতার একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন। সমীক্ষায় প্রত্যেকটি গ্রামের ১০০টি করে মোট ২০০টি পরিবারকে একটি পূর্বপ্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা সরবরাহ করা হয়। নির্বাচিত পরিবারসমূহের সকলেই ছিলেন মুসলিম। প্রশ্নমালার মাধ্যমে এই মুসলিম পরিবার ও ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে তাদের ধর্মীয় অঙ্গীকারের বিষয়টিও ক্ষুদ্র ঋণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে ঋণ তাদের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনে কতটুকু ভূমিকা রেখেছে এবং ধনী দরিদ্রের ব্যবধান কতটুকু কমিয়েছে তার প্রায়োগিক যথার্থতাও পরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সমীক্ষাটি তত্ত্বাবধান করেছে Bangladesh Institute of Islamic Thoughts (BIIT)।

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এনজিওদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে গ্রামের অনেক সদস্যই তাদের দারিদ্র্যকে যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়েছেন। পাশাপাশি উৎপাদনমূলক বা আয়বর্ধক কাজের জন্য নয়, বরং অপেক্ষাকৃত ধনীদের জীবনযাত্রা অনুকরণের জন্য ও বেশি বেশি ঋণের জন্য তারা এনজিওদের দ্বারস্থ হয়েছেন। ঋণ পরিশোধের সাপ্তাহিক কিস্তি প্রদানের বাধ্যবাধকতা, উচ্চ সুদের সমস্যা এবং ঋণের অন্যান্য কঠোর শর্তাবলি তাদের ঋণমুখী হওয়া থেকে নিবৃত করতে পারেনি। ফলে বহুমুখী ঋণের জালে তারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানের ঋণ শোধ করেছেন। গ্রামীণ ব্যাংকসহ সরকারি বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক ভোগ্য ও বিলাসপণ্যের জন্য ঋণ চালু করার ফলে গ্রামের মানুষের Multiple indebtedness বেড়েছে। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, গ্রামে এখন এমন লোক খুব কম আছে যারা ঋণগ্রস্ত নয়। ঋণ নিয়ে তারা স্বচ্ছন্দে টিভি, ফ্রিজ কিনছে, খাট পালঙ্ক ও ঘরের আসবাবপত্র কিনছে। এমনকি ঘরও তৈরি করছে। মেয়ের বিয়ের যৌতুক দিচ্ছে। এর সবই সুদভিত্তিক ঋণ *(Sangram*, July 9, 2019)।

১০. সুদের সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি

সুদ বিভিন্নভাবে সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতিসাধন করেন। মানুষকে মানবিক গুণাবলি, নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মাচার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ফলে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি করে। নিম্নে এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হলো।

১০.১. সুদ লোভ ও কৃপণতা বৃদ্ধি করে

মাওলানা সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.) লিখেছেন, 'সুদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অর্থ সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে সুদি ব্যবসায়ের বিভিন্ন পর্যায়ে সমগ্র মানসিক কর্মকাণ্ড স্বার্থান্ধতা, কার্পণ্য, সংকীর্ণমনতা, মানসিক কাঠিন্য ও অর্থপূজার পারদর্শিতার প্রভাবাধীন পরিচালিত হয় এবং ব্যবসায়ে মানুষ যতই এগিয়ে

যেতে থাকে এ পারদর্শিতা ততই তার মধ্যে বিকাশ লাভ করতে থাকে (Mawdudi1979, 55)।'

সুদের মাধ্যমে নির্ধারিত ও নিশ্চিত আয় পাবার লোভ মানুষের বিচার-বিবেচনা, আচার-আচরণ, আবেগ-অনুভূতি, এমনকি বিবেককে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে। যারা সুদ খায়, তাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে স্বার্থপরতা, লোভ ও কৃপণতা এমনভাবে বিকাশ লাভ করে যে, তারা সমাজের অন্যান্য লোকের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ অবস্থা ধীরে ধীরে গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে তখন দয়া-মায়া, সহানুভূতি, সহমর্মিতা অনেকাংশে বিলোপ হয়ে যায়। ফলে সে সমাজে সুদ দিতে না পারলে মৃত সন্তানের লাশ দাফন করার জন্য জরুরি ঋণ পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবসায়ী নিজের আপদকালে সুদ দিতে ব্যর্থ হয় বলে দেউলিয়া হয়ে পথে বসতে বাধ্য হয় (Hussain 2012, 206)।

১০.২. সুদ সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে

সুদখোর মহাজন ও পুঁজিপতিরা সুদের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ কুক্ষিগত করে নেয়। ঋণগ্রহীতারা দিনরাত পরিশ্রম করে যা কিছু উপার্জন করে তার সবটাই প্রায় মহাজনের সুদ পরিশোধ করার জন্য দিতে বাধ্য হয়। কখনও কখনও ঋণের দায়ে তাদের ভিটেমাটি এমনকি, স্ত্রী-কন্যাদেরকে পর্যন্ত মহাজনদের হাতে তুলে দিতে হয়। এতে সমাজে সাধারণভাবে সুদখোরদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এছাড়া সুদখোর মহাজন ও পুঁজিপতিরা যখন মানুষের চরম বিপদ-আপদ ও সংকটকে চড়া সুদ আদায়ের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে, তখন তাদের অমানবিক আচরণ মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সুদখোরদের নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণের ফলে মানুষ তাদেরকে সমাজের বন্ধু ভাবার পরিবর্তে শত্রু মনে করে।

আধুনিক কালে মহাজনদের স্থান ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদাতা প্রতিষ্ঠাদ দখল করে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও এখানও শ্রমজীবী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর মহাজনি সুদের শোষণ বিশ্বের ধনী-দরিদ্র সব দেশিই কমবেশি বর্তমান হয়েছে। এমনকি, বৃটেন, আমেরিকা ও জার্মানির মত দেশে এখনও মানুষ মহাজনদের খপ্পরে থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। এদিকে সুদি ব্যাংকের বিরুদ্ধেও ইতোমধ্যেই ঘৃণা, ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে এবং এসব ব্যাংককে রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত করার দাবি করা হচ্ছে (Hussain 2012, 207)।

১০.৩. সুদ নৈতিক অবক্ষয় সাধন করে

সুদি সমাজে ঋণগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও স্বল্প বেতনের কর্মচারিগণ সর্বদা মহাজনদের চাপের মুখে থাকে এবং তাদের কষ্টার্জিত স্বল্প উপার্জনটুকু মহাজনকে দিয়ে দেওয়ার পর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থা ক্রমে তাদের নৈতিক চরিত্রের ধ্বংসসাধন করে এবং তাদেরকে অপরাধ প্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়। এছাড়া অর্থের

অভাবে তারা তাদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা দিতে পারে না। ফলে এসব ছেলেমেয়েরা সুশিক্ষার অভাবে অমানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। এতে সমাজে অসামাজিক কার্যকলাপের ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়।

তদুপরি সুদি সমাজে সাধারণভাবে বিনিয়োগকারীগণ পুঁজির সুদ পরিশোধ করার পর লাভ পাবার আশায় কেবল ঐসব খাতে বিনিয়োগ করতে বাধ্য হয়, যেখানে মুনাফার হার অপেক্ষাকৃত বেশি। এসব বিনিয়োগের দ্বারা সমাজের কতটুকু ভাল বা মন্দ হবে ও বিবেচনা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে মাদকদ্রব্য, জুয়া, অশ্লীল ও চরিত্র ধ্বংসকারী ছায়াছবি, পর্নো পত্রিকা, নারী-ব্যবসা ইত্যাদি নৈতিকতা-বিধ্বংসী খাতে অর্থ বিনিয়োগ বেশি হয়; আর এর স্বাভাবিক পরিণতিতে সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়। এমনকি, কখনও কখনও স্বাভাবিক নৈতিকতাবোধটুকুও লোপ পায় বা এর বিকৃতি ঘটতে দেখা যায় (Hussain 2012, 208)।

১০.৪. সুদ একটি নিদারুণ জুলুম

এটি হচ্ছে সুদের সামাজিক কুফলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তুত সুদি ব্যবস্থায় ঋণ প্রদানের পূর্বেই সুদের হার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। অতঃপর নির্ধারিত সময় শেষে ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই উক্ত সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার লাভ-লোকসানের বিষয় আদৌ বিবেচনা করা হয় না। ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ খাটিয়ে বিপুল লাভ করলেও সে ঋণদাতাকে পূর্বনির্ধারিত সুদই কেবল পরিশোধ করে; তার অতিরিক্তি কিছু সে দেয় না। এতে ঋণদাতাকে ঠকানো হয়। আবার ঋণের অর্থ খাটিয়ে ঋণগ্রহীতার বিপুল লোকসান হলে, এমনকি, তার পুঁজি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেলে অথবা অন্য কোন কাজে সাকুল্য অর্থ ব্যয় করে ফেললেও তার নিকট থেকে পূর্বনির্ধারিত হারে সুদ অবশ্যই আদায় করা হয়। ঋণগ্রহীতার পক্ষে আসল অর্থ যোগাড় করাই যেখানে প্রাণান্তকর অবস্থা হয়, সেখানে আবার এই সুদের অর্থ প্রদানে তাকে বাধ্য করা একটি নিষ্ঠুর জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। একপক্ষের মূলধনের সাকুল্য ক্ষতি সত্ত্বেও অন্যপক্ষের নির্ধারিত এ নিশ্চিত আয়ের এ ব্যবস্থার পেছনে কোন যুক্তি নেই। কোন কোন ঋণদাতা অবশ্য এ দাবি করে থাকে যে, সে যে অর্থ ধার দিয়েছে, তা নিজে খাটালে তার লাভ হতো। ঋণগ্রহীতাকে ধার দেওয়ার ফলে ঋণদাতা তার সেই সম্ভাব্য লাভ থেকে বঞ্চিত হলো। সুতরাং ঋণগ্রহীতাকে ঋণদাতার সে ক্ষতি পূরণ করা উচিত। তাই সুদ দাবি করতে পারে।

কিন্তু এখানে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ঋণদাতা নিজে অর্থ খাটালে লাভ পেত- এ কথাটা সত্য নয়। আসলে লাভ পেতেও পারে অথবা তার লোকসানও হতে পারে। যদি তার লোকসান হয়, তাহলে লোকসানের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে; বরং এক্ষেত্রে তার শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করার জন্যও সে কিছুই পাবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, এই অর্থ অন্য কেউ খাটিয়ে লোকসান দিলে, তার কোন অংশই ঋণদাতা বহন করতে রাজি হয় না; বরং পূর্বনির্ধারিত সুদসহ সাকল্য

আসল আদায় করে ছাড়ে। অথচ অর্থ ঋণ দেওয়ার পর সে এ বিষয়ে আর কোন চিন্তা-ভাবনা, শ্রম ও সময় কিছুই ব্যয় করেনি। তবু তার মুনাফা হলো নিশ্চিত। অপরদিকে যে ঋণগ্রহীতা তার শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে কারবার পরিচালনা করল, সে তার শ্রম ও সময় হারাবার সঙ্গে সঙ্গে যে মুনাফা হয়নি তাও পরিশোধ করতে বাধ্য হবে, একে আর যাই হোক, মানবিক ইনসাফ বলা যেতে পরে না। (Hussain 2012, 209)।

১০.৫. সুদ ঋণের ভারে জর্জরিত করে

সুদি সমাজে সুদ ছাড়া ঋণ পাওয়ার কোন ব্যবস্থা থাকে না। ফলে সে সমাজের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা জরুরি প্রয়োজন, বিপদ-আপদ ও দুর্বিপাকের চরম সংকটকালে সুদখোর মহাজনদের নিকট থেকে চড়া ও চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি হয় না; বরং এ অবস্থা সুদখোরদের মুষ্টিকে আরও শক্ত করে। স্বল্প সময়েই সুদে-আসলে ঋণের বোঝা বিরাট হয়ে যায় এবং তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অনেক ঋণগ্রহীতা তাদের শেষ সম্বল ভিটেমাটিটুকু দিয়েও ঋণের বোঝা থেকে রেহাই পায় না। কখনও কখনও বংশানুক্রমে ঋণের বোঝা চলতে থাকে। স্বল্প আয়ের লোকেরা সকাল-সন্ধ্যা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে সামান্য পয়সা রোজাগার করে, তার প্রায় সবটাই চলে যায় মহাজনদের সিন্দুকে। অতঃপর দু'বেলা পেটপুরে আহার করার মত অর্থও তাদের থাকে না। তারা অনাহারে-অর্ধাহারে থাকতে বাধ্য হয় (Hussain 2012, 210)।

১০.৬. সুদ জীবনীশক্তির ক্ষয় এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস করে

ঋণের ভারে জর্জরিত বিরাট এক জনগোষ্ঠী সর্বদাই ঋণদাতাদের চাপের মুখে নিদারুণ পেরেশানি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের জীবনীশক্তি ঘুণে খাওয়ার ন্যায় ধীরে ধীরে নিঃশেষ হতে থাকে। তাদের কর্ম-ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তাদের নিজের ও পরিবার-পরিজনের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে এবং জাতীয় উৎপাদনকে নিম্নমুখী করে দেয় (Hussain 2012, 211)।

১১. গ্রামীণ মানুষের ওপর ঋণের বোঝা ও চাপ

বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা গ্রামের দরিদ্র মানুষের ওপর কীভাবে ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে কী অমানবিক আচরণ করে তা নিম্নবর্ণিত ঘটনাবলি থেকে অনুধাবন করা যায়।

গত ১৭ জানুয়ারি, ২০১৭ দৈনিক ভোরের কাগজে 'দরিদ্র মানুষের ওপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেয় গ্রামীণ ব্যাংক : ঋণ না নিলে ডিপিএস ভাঙার হুমকি' নামে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। তাতে বলা হয়, 'দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষকে গ্রামীণ ব্যাংক স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে স্বাবলম্বী করার প্রলোভন দেখিয়ে ৬৬টি সমিতির মাধ্যমে ৩ হাজার ৮০০ সদস্যর মধ্যে ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। ঋণ দেয়ার পর থেকেই চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় ও জোর করে ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকর্তারা।

আর ঋণ না নিলেই তাদের গচ্ছিত ডিপিএস ভেঙে দেয়ার ভয়ভীতি দেখিয়ে ঋণ নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গ্রামীণ ব্যাংক তাড়াশের বিভিন্ন গ্রামে ও পাড়ায় পাড়ায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষকে স্বল্প সুদে ঋণ দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন নামে সমিতি তৈরি করে ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যক সদস্যকে সঞ্চয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিপিএস খুলে দেয়। ১০ বছর থেকে ১২ ও ১৫ বছরমেয়াদি ২০০-৫০০ টাকার ডিপিএস চালাতে হয় সদস্যদের। ডিপিএস খোলার সময় ঋণ নিতে হবে এমন কথা না বলে তারা প্রায় সদস্যকেই ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসেবে ডিপিএস খুলে দেন। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ডিপিএসের টাকা জমা দিতে হয়। আর ঋণের জন্য প্রতি সপ্তাহে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হয়। কিস্তির টাকা পরিশোধ করা নিয়ে অনেক গরিব ও অসহায় সদস্যের সঙ্গে প্রায়ই ঝামেলার সৃষ্টি হয়। প্রথমে ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ দিয়ে সদস্যদের খাতা খোলায়। এভাবে ৫ থেকে ৭ বছর চলার পর ১০ হাজার টাকার নিচে কোনো সদস্য ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন না বলে গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা জানান। ডিপিএস ভাঙার ভয়ে কোনো সদস্য ৫ হাজার টাকা ঋণ চাইলেও তাকে বাধ্য করা হচ্ছে ১০ হাজার টাকা নিতে। যদি কেউ ঋণ নিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ সঞ্চয় ডিপিএস ভেঙে দেয়ার ভয় দেখায়। কোনো সদস্যের ঋণের প্রয়োজন না হলেও ডিপিএস ভাঙার ভয় দেখিয়ে তাকে ঋণ নিতে বাধ্য করা হয়। এ ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংক তাড়াশ ব্রাঞ্চের ম্যানেজার রফিকুল ইসলাম জানান, গ্রামীণ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই সদস্য হলেই তাকে ঋণ নিতে হবে। ঋণ না নিলে তিনি সদস্য থাকতে পারবেন না। তা ছাড়া তার ডিপিএসও থাকবে না। সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকার ঋণ তাকে নিতেই হবে। অনেক অনুরোধ করে ২-১ জন সদস্যের জন্য ১০ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। আর যাদের ডিপিএস ভেঙে যায় তাদের বছর অনুসারে ডিপিএসের সুদ দেয়া হয়। সুদের হার নির্ণয় করা হয় বছরের ওপরে (*Bhorer Kagoj*, Jan.17, 2017)।'

বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর-এ 'ঋণের নামে গ্রামীণ ব্যাংকের বীমার ফাঁদ' শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, 'গ্রামীণব্যাংকের ঋণ পেতে হলে ঋণগ্রহীতাদের বাধ্যতামূলকভাবে ৩শ টাকার একটি এককালীন বীমা করতে হয়। সেই সঙ্গে খুলতে হয় নির্দিষ্ট অংকের ডিপিএস (ডিপোজিট পেনশন স্কিম)। বীমার নামে কেটে নেওয়া অর্থ দরিদ্র ঋণগ্রহীতার কোনো কাজে লাগে না। কেন বীমার নামে এ অর্থ নেওয়া হচ্ছে তারও কোনো ব্যাখ্যা জানা নেই ঋণগ্রহীতা এসব দরিদ্র মানুষের। কিন্তু ঋণের সুদের পাশাপাশি তাদের গচ্চা দিতে হয় বীমার নামে নেওয়া এই তিনশ টাকা। গ্রামীণব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়েছিল চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রাম থেকে। এই গ্রামের বাসিন্দা, গ্রামীণব্যাংকের ঋণগ্রহীতা, গ্রামীণব্যাংক কর্মকর্তা ও স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে। জোবরা গ্রামকে দুটি ভাগে ভাগ করে কার্যক্রম চালাচ্ছে গ্রামীণব্যাংক। এর

একটি হচ্ছে পশ্চিম জোবরা, অন্যটি পূর্ব জোবরা। পশ্চিম জোবরায় গ্রামীণব্যাংকের কেন্দ্র রয়েছে পাঁচটি। পূর্ব জোবরায় রয়েছে দুটি। প্রতিটি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ৫০ জন ঋণগ্রহীতা থাকে। সেই হিসেবে বর্তমানে জোবরা গ্রামে গ্রামীণব্যাংকের ঋণের সঙ্গে জড়িত রয়েছে তিনশ ৫০ জন। গ্রাহকরা জানান, গ্রামীণব্যাংক প্রথমে ঋণের টাকা ৫২ সপ্তাহের কিস্তিতে পরিশোধের সুবিধা দিলেও ধীরে ধীরে তা কমিয়ে আনে। বর্তমানে ৪৪ সপ্তাহের কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করতে হয়। ঋণগ্রহীতা সাবের আহমেদ, প্রতাপ বড়ুয়াসহ অনেকেই অভিযোগ করেন, গ্রামীণব্যাংক যে পরিমাণ ঋণ দেয় তা দিয়ে কারোরই ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। সাবের আহমেদ পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন বছর দুয়েক আগে। ঋণ নেওয়ার পরের সপ্তাহ থেকে কিস্তি দিতে হয়েছে তাকে। ঋণ নিয়ে তিনি তখনও কোনো কাজ শুরু করেননি। এর আগেই কিস্তির টাকা নিতে গ্রামীণব্যাংকের কর্মকর্তারা সাবেরের বাড়িতে উপস্থিত। ঋণের টাকায় কোনো কাজ না করে তিনি তিন হাজার টাকা পরিশোধ করেন। পরে আরও দুই হাজার টাকা এবং সুদ দিয়ে ঋণের কিস্তি থেকে মুক্তি পান তিনি। গ্রামীণব্যাংকের হাটহাজারী থানা শাখার ম্যানেজার (জোবরা গ্রাম এই থানার অর্ন্তগত) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বাংলানিউজের সঙ্গে আলাপকালে জানান, বর্তমানে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এগুলো হলো সহজ ঋণ, ব্যবসায় ঋণ, সংগ্রামী ঋণ, উচ্চশিক্ষা ঋণ ও গৃহঋণ। ঋণ নেওয়ার সময় যে বীমা করা হয়, সেই টাকা ফেরত দেওয়া হয় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'না এই টাকা ফেরত দেওয়া হয় না। তবে ঋণের কিস্তি চলার সময়ে যদি কোনো গ্রাহক মারা যান তাহলে এই বীমার বিপরীতে ওই গ্রাহকের ঋণ মওকুফ করে দেওয়া হয় (*Banglanews24*, Dec.10, 2010)।'

দৈনিক জাগরণে 'এনজিওর ফাঁদে নিঃস্ব হচ্ছে সাধারণ মানুষ' যে-রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, 'চাঁপাইনবাবগঞ্জে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে এনজিও এবং ক্ষুদ্র ঋণ দাতা সংস্থা। অতি মুনাফার লোভে এসব এনজিওর ফাঁদে নিঃস্ব হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সম্প্রতি লোভনীয় সব মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের কোটি কোটি টাকা নিয়ে লাপাত্তা হয়েছে। অভিযোগ, নিবন্ধন প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠানগুলো। খেয়ে না খেয়ে জমানো টাকা নিয়ে পালালো এনজিও প্রতিষ্ঠান। এখন আমাদের কী হবে। এ নারীর মতো প্রায় ১২ হাজার গ্রাহকের জমানো ৩০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও চাঁপাইনবাবগঞ্জের সিয়াম নামের একটি এনজিও। শুধু এটিই নয়, বিধবা নারী সংস্থা, রংধনু, বোরাক, দিক দর্শন নামে-বেনামে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা এমন অনেক এনজিও লাপাত্তা হয়েছে গ্রাহকের টাকা নিয়ে। স্থানীয় প্রশাসনের হিসাবেই স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের নিবন্ধন নিয়ে অবৈধভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালাচ্ছে তিনশর বেশি এনজিও। তাদের ফাঁদে পড়ে অতিমুনাফার লোভে নিঃস্ব হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। জেলা প্রশাসক এ. জেড. এম. নুরুল হক বলেন, যেসব

এনজিও অনুমতি ছাড়া কার্যক্রম চালাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া শুরু হয়েছে। তারা যেকোন সময় নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে তখন ঐ মানুষগুলো যারা সঞ্চয় করেছেন তারা নিঃস্ব হয়ে যাবে। আমরা এরইমধ্যে এনজিওগুলোর তালিকা তৈরি করেছি। ৩০০টি প্রতিষ্ঠান পেয়েছি, মনে হয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরো বাড়বে। এনজিওগুলোর অবৈধ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বন্ধের পাশাপাশি প্রতারকদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে আরও কঠোর হওয়ার আহবান ভুক্তভোগীদের (*Jagaran*, Dec.10, 2019)।'

১২. মহাজনদের সুদি ব্যবসা মানুষের জন্য বড় অভিশাপ

মহাজনদের সুদি ব্যবসার ফাঁদে পড়ে অসংখ্য মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছে। গ্রামীণ ও আধাশহুরে জীবনে সুদি ব্যবসা ভুক্তভোগী মানুষকে কেবল চরম দরিদ্রতার দিকে ঠেলে দেয়নি, বরং জীবননাশের প্রতিও ঠেলে দেয়। কয়েকটি ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ দৈনিক কালের কণ্ঠে 'সুদের চাপ সইতে না পেরে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার আত্মহত্যা' শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, নাটোর শহরের ঘোড়াগাছার বাসিন্দা মুদি ব্যবসায়ী ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ইমতিয়াজ আহম্মেদ বুলবুল (৪৬) আত্মহত্যা করেছেন। রবিবার সকালে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) নেওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। সে শহরতলীর ঘোড়াগাছা দক্ষিণ এলাকার মৃত খন্দকার লতিফ মিয়ার ছেলে। এলাকাবাসী ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শহরতলীর ঘোড়াগাছা গ্রামের হোসেন আলীর স্ত্রী কুখ্যাত সুদ কারবারি মর্জিনা বেগমের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা সুদে নেন। সুদসহ প্রায় তিন লাখ টাকা পরিশোধ করেন। তারপরও এক লাখ টাকা দাবি করে তাকে অত্যাচার চালিয়ে আসছিল। শনিবার রাত ১০টার দিকে সুদ ব্যবসায়ী মর্জিনা লোকজন দিয়ে তাকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপরে উলঙ্গ করে মারপিট করে দুটি ফাঁকা চেকে স্বাক্ষর নেন। সুদের টাকার চাপ সইতে না পেরে ইমতিয়াজ আহম্মেদ রুবেল রবিবার ভোরে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে আত্মত্যার চেষ্টা করেন (*Kaler Kantho*, Sep. 13, 2020)।'

গত ১২ মে ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি) 'উপকূলে ৬৩ শতাংশ মানুষ চড়া সুদে ঋণ নিয়েছেন' শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, 'সম্প্রতি এক জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৬৩ শতাংশ উপকূলীয় দরিদ্র পরিবার প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা না থাকায় স্থানীয় মহাজনের কাছ থেকে উচ্চ সুদের হারে ঋণ নিয়েছে। বাংলাদেশি এনজিও কোস্ট ট্রাস্টের মনিটরিং অ্যান্ড রিসার্চ বিভাগ এ জরিপ চালিয়েছে। করোনাভাইরাস প্রতিরোধে বাংলাদেশে ঘোষিত লকডাউনের ফলে উপকূলে দরিদ্র মানুষের জীবিকার ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে তা জানতে কোস্ট ট্রাস্ট আটটি উপকূলীয় জেলায় জরিপ চালিয়েছে। জরিপ সম্পর্কে কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, সম্প্রতি কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় মহাজনের ঋণ শোধ করতে না পারায় একজন দরিদ্র মানুষকে হত্যা করা হয় (*UNB*, May. 12, 2020)।'

১৩. দাদন ব্যবসা

দাদন ব্যবসা গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনের জন্য আরেক অভিশাপ। দাদন ব্যবসা গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনকে তছনছ করে দিচ্ছে। 'দাদন' শব্দটি ফার্সি দাদান (প্রদান করা) শব্দ থেকে উদ্ভূত। কোন ব্যক্তি কোন ব্যবসায়িক চুক্তি হিসাবে কোন কিছু অগ্রিম দিলে তাকে দাদনদার বলা হয়। আঠারো শতকে বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা-ব্যবস্থাপনায় দাদন কথাটি একটি বাণিজ্যিক পরিভাষা হিসাবে চালু হয়। কোম্পানি বাজার থেকে পণ্য সংগ্রহের জন্য যে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিযুক্ত করত তাদের দাদন ব্যবসায়ী বলা হত। তারা কিছু নির্ধারিত শর্তে পণ্য সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিতে কোম্পানির কাছ থেকে আগাম অর্থ গ্রহণ করত। স্থানীয় বাজারে গিয়ে নির্ধারিত সময় ও বর্ণনা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহের শর্তে প্রকৃত উৎপাদক বা চাষীকে আগাম হস্তান্তর করার জন্যই তাদেরকে এ অর্থ প্রদান করা হত। দাদন ব্যবসায়ীরা সরাসরি প্রকৃত উৎপাদককে কিংবা দালাল বা পাইকার (স্থানীয় আড়তদার) নামে অভিহিত দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে ঐ দাদন হস্তান্তর করত। দাদন ব্যবসায়ী এ কাজটি করত একটি নির্ধারিত কমিশনের বিনিময়ে যার একটা অংশ অন্যান্য মধ্যস্থতাকারী তথা দালালরাও পেত। বহু দাদন ব্যবসায়ী যথাসময়ে পণ্য সরবরাহে ব্যর্থ হত, এমনকি তাদের অনেকে আগাম দেওয়া কোম্পানীর অর্থ নিয়ে গা-ঢাকা দিত। এসব কারণে ১৭৫৩ সালে দাদন প্রথা রহিত করা হয় (দ্র. বাংলা পিডিয়া)। তবে গ্রামবাংলায় এই দাদন ব্যবসা আজও অব্যাহত রয়েছে এবং তা সুদভিত্তিক। সুদের কারবারি মহাজনরা গ্রামের গরিব চাষীদের সুদে ঋণ বা দাদন দেয় এবং নির্ধারিত সময়ে সুদে-আসলে তা আদায় করে।

'দাদন ব্যবসার ফাঁদে পড়ে জেলেরা নিঃস্ব' শিরোনামে দৈনিক প্রথম আলোতে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হয়, 'নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ, আড়াইহাজার ও কুমিল্লার মেঘনা উপজেলার মেঘনা নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলোর জেলেরা হতদরিদ্র। জীবিকার প্রয়োজনে দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে হয় তাদের। তবে জেলেদের কষ্টের আয়ের প্রায় সবটাই চলে যায় দাদন ব্যবসায়ীদের পকেটে। মাছ ধরার জাল, নৌকা ও ট্রলার কেনার জন্য বৈদ্যেরবাজার ফিশারিঘাটের আড়তদার ও মহাজনদের কাছ থেকে প্রতিবছর ঋণ নেন জেলেরা। স্থানীয় ব্যক্তিরা একে দাদন ব্যবসা বলেন। জেলেরা যে পরিমাণ টাকা দাদন নেন, প্রতিদিন সেই টাকার ১৫ শতাংশ দাদন ব্যবসায়ীদের দিতে হয়। পাশাপাশি জেলেদের নিজ নিজ দাদন ব্যবসায়ীর আড়তে এনে মৌখিক নিলামে মাছ বিক্রি করতে হয়। আর নিলামে ওঠার আগেই জেলেদের মজুত মাছের এক-দশমাংশ আড়তদার সরিয়ে রাখেন। সরিয়ে ফেলা মাছ পরে আবার নিলামে তুলে বিক্রি করা হয়। সোনারগাঁ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মমিনুল হক বলেন, 'আমরা একাধিকবার চেষ্টা করেও জেলেদের দাদন ব্যবসা থেকে দূরে রাখতে পারিনি। সরকারিভাবে জেলেদের জন্য সুদবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করা হলে হয়তো দাদন ব্যবসা বন্ধ হবে (*Prothom Alo*, Jan. 22, 2017)।'

দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়, নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার চেরাগপুর ইউনিয়নের অর্জুন গ্রামের মাছ চাষী আপেল মাহমুদ এক বছর আগে ব্যবসার প্রয়োজনে পাশের শালগ্রাম গ্রামের দাদন ব্যবসায়ী বিপ্লবের কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা সুদের ওপর নেন। প্রতি মাসে তাকে লাখে ৩০ হাজার টাকা সুদ দিতে হয়েছে। সে হিসাবে ৫ লাখে মাসে দেড় লাখ টাকা সুদ গুনতে হয়েছে। ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় এক বছরের মাথায় ৫ বিঘা ফসলি জমি বিক্রি করে সুদে-আসলে ১৫ লাখ টাকা দাদন ব্যবসায়ীকে দিতে হয়েছে। আপেল মাহমুদ এখন পথে বসার উপক্রম হয়েছেন চড়া সুদে টাকা দিতে গিয়ে। শুধু আপেল মাহমুদই নন, তার মতো এ উপজেলার দুই শতাধিক সাধারণ মানুষকে আজ পথে বসতে হয়েছে দাদন ব্যবসায়ীদের কারণে। দাদন ব্যবসায়ীদের খপ্পর থেকে পরিত্রাণ পেতে মহাদেবপুরে স্থানীয় সচেতন নাগরিক সমাজের ব্যানারে মানববন্ধন করা হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুই ঘণ্টাব্যাপী উপজেলার বাসস্ট্যান্ড মাছ চত্বরে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় (*Jugantor*, Aug. 25, 2019)।

১৪. গ্রামীণ উন্নয়নে সুদের সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়

গ্রামীণ উন্নয়নে ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন উপায় অবলম্বন ও প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন যেমন সম্ভব তেমনি তাদেরকে সুদের কবল থেকে বের করে আনাও সহজ। নিম্নে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

১৪.১. গ্রামীণ উন্নয়নে যাকাতের প্রবাহ

যাকাত ধনী-গরিবের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান দূর করার লক্ষ্যে ধনীদের নিকট থেকে গরিবদের মাঝে একটি নির্ধারিত অর্থ বণ্টনের ব্যবস্থা করে। অভাবীদের যাকাতপ্রাপ্তি ধনী লোকের অনুগ্রহ বা দয়ার দান নয়; বরং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হক। ধনী-গরিবের বৈষম্য তথা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে আল্লাহ তাআলা যাকাতের বিধান দিয়েছেন। দারিদ্র্য-বিমোচনে সুদমুক্ত যাকাতভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। মূলত যাকাত সম্পদের সুষমবণ্টন সুনিশ্চিত করে ধনী থেকে গরিবের দিকে প্রবাহ সৃষ্টি করে। আল-কুরআনে বর্ণিত যাকাত ব্যয়ের আটটি খাতের মধ্যে ছয়টি খাতই দারিদ্র্য-সংশ্লিষ্ট। ফলে যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন অনায়াসেই সম্ভব। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর আনুমানিক ৪,০০০ (চার হাজার) কোটি টাকা যাকাত আদায় করা সম্ভব। (IFA 2003, 180) যার সুষ্ঠু বণ্টনে বাংলাদেশের মত দরিদ্র জন-অধ্যুষিত দেশকে পাঁচ বছরে দারিদ্র্যমুক্ত করা সম্ভব বলে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণ জোর দিয়ে বলেন। যাকাতের অর্থায়নে শিল্প প্রতিষ্ঠান, মিল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করে সেখানেও গ্রামীণ মানুষদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। এর ফলে এক দিকে যাকাতের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাবে, আবার অন্যদিকে বহুলোকের কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে।

বিনিয়োগের ওপর যাকাতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যাকাতদাতা মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগ করে। আবার যাকাতের অর্থে কোনো প্রতিদান ব্যয় না থাকায়, যাকাতগ্রহীতা তা দিয়ে বহু কাজে সেই অর্থ নিশ্চিন্তে বিনিয়োগ করতে পারে। যেমন কোনো জেলে জাল ছাড়া মাছ ধরতে পারে না। অথচ যাকাতের অল্প টাকা পেয়ে সে বিনিয়োগ করে মাছ ধরা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে। এভাবে দেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বাড়ে।

যেকোনো উৎপাদনে শ্রমের সঙ্গে পুঁজি বা মূলধন সংযোগ আবশ্যক। সামান্য পুঁজির অভাবে কৃষক জমিতে ফসল ফলাতে পারে না, বহু কর্মক্ষম যুবক বেকার হয়ে থাকে। তাদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা হলে তারা পুঁজি বিনিয়োগ করে উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে পারে। ফলে যাকাত বিনিয়োগ ও কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদনেরও বৃদ্ধি করে।

এসব দিক বিবেচনা করে গ্রামাঞ্চলে যাকাতের প্রবাহ বৃদ্ধি করা উচিত। যে-ধনিক শ্রেণি যাকাত প্রদান করেন তাদের অধিকাংশেরই বসবাস শহরাঞ্চলে। তারা শহুরে গরিব শ্রেণিকে যাকাত দিয়ে থাকে। গ্রামীণ উন্নয়ন সাধনে গ্রামাঞ্চলেও সমানভাবে যাকাতের প্রবাহ সৃষ্টি করতে হবে।

১৪.২. করজে হাসানা

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পুঁজি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে করজে হাসানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উপযুক্ত লোক বাছাই করে করজে হাসানার দ্বারা পুঁজি সরবরাহ করলে তা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবে এবং ঋণদাতাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। করজে হাসানার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

কে সে, যে আল্লাহ্‌কে করজে হাসানা প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। আর আল্লাহ সঙ্কুচিত করেন এবং সম্প্রসারিত করেন এবং তার পানেই তোমরা প্রত্যানীত হবে (Al-Qurān, 2:245)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

কে আছে যে আল্লাহ্‌কে দেবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি একে তার জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার (Al-Qurān, 57:11)।

করজে হাসানা বা উত্তম ঋণ হলো এমন ঋণ যা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করা হবে; কিন্তু ঋণদাতা কোনো অতিরিক্ত অর্থ বা বেনিফিট নিতে পারবেন না। করজে হাসানার উদ্দেশ্য হলো সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন পূর্ণ করা। আল্লাহ তাআলাকে ঋণ দেওয়ার অর্থ হলো গরিব-দুঃখী-অভাবীদের ঋণ দেওয়া। এটা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। করজে হাসানার প্রচলন না-থাকার ফলে সুদের প্রচলন

বেড়েছে। সুদের হার মাসিক ১০ শতাংশ, বছরে ১২০ শতাংশ, যা অত্যন্ত ভয়াবহ। তাই গ্রামীণ অঞ্চলে করজে হাসানা ব্যাপক প্রচলন দরকার। প্রত্যেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে করজে হাসানা ফান্ড থাকা দরকার (Hannan 2019)।

১৪.৩. ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৯৫ সাল থেকে ইসলামী শরীআহসম্মত লেনদেনের মাধ্যমে একটি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই প্রকল্পের নাম 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' (আরডিএস)। এই পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সম্প্রাসারণের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব। ইসলামী ব্যাংক আরডিএস-সদস্যদের মধ্যে টাকার পরিবর্তে মালামালে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। ফলে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সদস্যরা কোনো একটি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধ্য হয়। এতে তাদের পুঁজি নষ্ট হয় কম। ফলে তারা ব্যবসায়িক বা কৃষিখাতে টেকসই উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়। ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, কামার, কুমার ও স্বল্প পুঁজির লোকদের মধ্যে ফসল উৎপাদন, মাছ চাষ, নার্সারি, গবাদিপশু, হাস-মুরগি পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন এবং গৃহনির্মাণ খাতে বিনিয়োগ করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংক একটি কল্যাণমুখী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে বলে আরডিএস সদস্যদের মধ্যে বিনিয়োগের পাশাপাশি বহু কল্যাণমূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে। প্রকল্পের আয় থেকে ১% সদস্যদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। যাকে ওয়েলফেয়ার কার্যক্রম বলা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, চিকিৎসা সাহায্য, নবজাতকের জন্য ওয়েলকাম গিফ্‌ট, দাফন সহায়তা, কর্মমুখী ট্রেনিং, বিনামূল্যে চারা বিতরণ, বিনা লাভে টিউবওয়েল ও লেট্রিন বসানো ওয়েলফেয়ার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামীণ উন্নয়নে আরডিএস প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, গ্রামীণ উন্নয়নে সুদ পুঁজিবাদী শোষণ, বৈষম্য ও জুলুমের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। সুদ গ্রামীণ উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক গতিকে শ্লথ করে দেয়, অর্থ বণ্টনে বৈষম্য সৃষ্টি করে সুদ এ জন্যই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ সুদের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে, নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রচলিত অর্থব্যবস্থা হতে সুদ প্রথা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এসব প্রতিবন্ধকতা থেকে পরিত্রাণের আর কোন উপায় নেই।

Bibliography

Al-Qurān Qurān

Abdelkader, I. B., & Salem, A. B. (2013). Islamic vs Conventional Microfinance Institutions: Performance analysis in MENA countries. International Journal of Business and Social Research, 3(5).

Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Abū ʿAbdullāh Ash-Shaybānī. 1999. *Musnad*. Bairut: Muassasah al-Risalah.

Al-Bukhārī, Abū ʿAbdullah Muhammd ibn Ismāʿīl. 1987. *Al-Jāmiʿ al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Alexander, K.C. 1993. *Dimensions and Indicators of Development,* Jurnal of Rural Development, Vol. 12 (3), NIRD, Hydrabad.

Al-Ḥākim al-Naysābūrī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn ʿAbdullāh .1990. *Al-Mustadrak ala aṣ-Ṣaḥeeḥayn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Jaṣṣās, Abū Bakr Aḥmad ibn ʿAlī al-Rāzī. 1405H. *Aḥkām al-Qur'ān*. Dār Iḥyā al-Turāth al-ʿArabī

Al-Jazā'irī, Abū Bakr Jābir. 1990. *Minhāj Al-Muslim*. Beirut: Dār al-Sarf.

Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. 1420H. Mafātīḥ al-Ghayb or Kitāb at-Tafsīr al-Kabīr. Beirut: Dār Iḥyā al-Turas al-'Arabī.

Al-Shalabī, Dr. Ahmad. 1993. *Al-Iqtisād fī Fiqh al-Islāmī*. Cairo: The Renaissance Book Shop.

Asadujjaman, Al-Haz Md. 2002. *Shomaj Biggyan Porichoy*, Rajshahi: Uraka Book Agency.

Bormon, Rakhi. 2015. *Bangladesher Estanio Sorkar O Polli Unnoyan*, Dhaka: Azizia Book Dipo.

Hamid, Muhammad Abdul. 1988. *Polli Unnoyan Bangladesh*, Dhaka: Muhammad Brothers.

Hossain, Dr. Shawkat Ara; Alo, Dr. Mohammad Nuruddin; Tisa, Fahmida Afroz; Sobuj, Hafizur Rahman. 2017. *Bangladesh Sthaniyo Sorkar o Polli Unnyan*. Dhaka: Akash Book Depo.

Hussain, Professor Muhammad Sharif. 2012. Sud Somaj Orthoniti. Dhaka: Islamic Economic Research Bureau.

Ibn Ḥajar al-Asqalānī, Abū al-Fadl Aḥmad ibn Alī ibn Ḥaja. 1403H. *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Saḥīḥ al-Bukhārī*. Cairo: Dār al-Ma'rifa.

Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad. 1401H. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil āy al-Qurān*. Bairut: Dār al-Ma'rifah.

IFA. 1982. *Short Islamic Encyclopedia*, Dhaka: Islamic Fundation Bangladesh.

IFA. 2003. *Islame Jakat Bebostha*. Dhaka: Bangladesh Islamic Faundation.

Ihsān, Syeed Muftī Amīmul. 1991. *Qawāid Al-Fiqh*. India, Deuband: Ashrafi Book Depo.

Imam, Muhammad Hasan. 1996. *Shomaj Bigganer Sobdho Songa*, Dhaka: Pramok Publication.

Jahrah, Muhammad Abū. 2008. Buhūs fī al-Ribā. Egypt: Dār al-Fikr.

Kamrujjaman, Dr. Md. 2009. *Bangladesha Islamic Bank O Gramen Obokatamo Unnoun*, Kushtia: Rimjim Publication.

Keyn's, J.M. 1978. *The General Theory of Employment Interest and Money,* New York: Mariner Books.

Korim, Dr. Najmul. 1999. *Shomaj Biggan Somikka*, Dhaka: Nuroj Kitabbitan.

Mawdudi, Sayyid Abu Ala. 1979. Sud o Adhunik Banking. Dhaka: Adhunik Prokashoni.

Morlino, Leonardo. 2011. *International Encyclopedia of Political Science,* SAGE Publications Inc.

Musetey, M. J. 2003. *Rural Development: Principles and Practice*, London: SAGE Publications.

Muslim, Abū al-Husaīn Muslim ibn Hajjāj. 2003. *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār al-Fikr.

Mustafā, Ibrahīm & Other. 1997. *Al-Mu'jam al-Wasīt*. Egypt: Dar al-Dāwa.

Nelson, Lowry. 1948. ***Rural Sociology,*** New York: American Book Company.

Omor Chapra, Dr.M. 1989. Islami Orthonita Modraniti O Bank Babostar Ropraka, Dhaka: Islamic Economics Reasurce Boru.

Qal'ajī, Dr. Muḥammad Rawwās & Qunaibī, Dr. Hāmid Sādiq. 1998. *Mu'jam Lughat al Fuqahā*. Dar al-Nafāis.

Quraishi, Dr. Anwar Iqbal. 1987. *Islam and the Theory of Interest,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh.

Rahman, Muhammad Habibur. 1990. *Somajkormo.* Dhaka: Bangla Academy

Rawf, Dr. Kazi Abdur. 2018-2019. *Grameen Unnyan.* 3rd ed. Dhaka: Sujoneshu Prokashoni

Rof, Dr. Kazi Abdur. 2018. Gramen Unnoyan, Dhaka: Shojanasho Prokasoni, 3rd Edition.

Selim, Mia Muhammad. 2009. *Shamajik Unnoun Kousol*, Dhaka: Nobel Publising House.

Shiddiki, Muhammad Najatullah. 1983. Issues in Islamic Banking Selected Papears, UK: The Islamic Faundation Publication.

Shigh, Quoted Kater. 1999. *Development : principles, Policies and Management*, London: Sage Publications.

Zaydān, ʿAbd al-Karīm. 2002. *Usūl al-Da'wah*. Bairut: Dār al-Ma'rifah.

Newspaper

Banglanews24.com, Dec.10, 2010. https://m.banglanews24.com/banglanews-special/news/bd/19984.details

Daily Sangram, Aug. 24, 2014; July. 09, 2019

Daily Bhorer Kagoj, Jan.17, 2017. https://www.bhorerkagoj.com/print-edition/2017/01/21/127842. php

Daily Jagaran, Dec.10, 2019.

Daily Kaler Kantho, Sep. 13, 2020.

Daily Prothom Alo, Jan. 22, 2017.

Daily Jugantor, Aug. 25, 2019.

Hannan, Shah Abdul. 2019. *Karje Hasanar Islami Ritir Bepok Procholon Proyojon*. Daily Naya Digonto, January-24. https://www.dailynayadiganta.com/sub-editorial/383005/ND

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/13/955120

https://www.dailyjagaran.com/country/news/37501

http://www.unb.com.bd/bangla/category/বাংলাদেশ/উপকূলে-৬৩-শতাংশ-দরিদ্র-মানুষ-চড়া-সুদে-ঋণ-নিয়েছেন/২৬৩৯৯

https://www.prothomalo.com/bangladesh/দাদন-ব্যবসার-ফাঁদে-পড়ে-জেলেরা-নিঃস্ব

https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/213245/মহাদেবপুরে-রমরমা-দাদন-ব্যবসা

UNB, May. 12, 2020.